গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলা দেশ সরকার
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা

স্মারক নং-৪৮.০০.০০০০.০০৮.০১৪.০৪৩(৬).১১/২৯১ তারিখ: ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২ / ০৯ জুন, ২০১৫

পরিপত্র

বিষয় ঃ জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন ব্যবহার সংক্রান্ত পরিপত্র।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীনে নির্মিত জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নোক্ত পরিপত্র প্রণয়ন করা হল।

১। জেলা কমিটি ঃ

(১) জেলা প্রশাসক	ঃ	আহবায়ক
(২) পুলিশ সুপার	ঃ	সদস্য
(৩) উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	ঃ	সদস্য
(৪) মুক্তিযোদ্ধা কম্যান্ডার, জেলা ইউনিট কম্যান্ড	ঃ	সদস্য
(৫) ডেপুটি কম্যান্ডার-১, জেলা ইউনিট কম্যান্ড	ঃ	সদস্য
(৬) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	ঃ	সদস্য-সচিব

১.২ কমিটির দায়িত্ব ও কর্মপরিধিঃ

- কমিটি কমপ্লেক্স ভবনের নির্মাণ কাজ তদারকি ও মনিটরিং করবে;
- সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট থেকে ভবন নির্মাণ কাজের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রাপ্তির অনধিক ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে নির্মাণ কাজের বিষয়ে প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের নিকট প্রেরণ করবে;
- কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হবে;
- বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানের (১ম ও ২য় তলা) যৌক্তিক ভাড়া/অগ্রিম নির্ধারণ করতে হবে; এবং
- কমিটি কমপ্লেক্স ভবনের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে।

২। ভবন হস্তান্তর ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

* কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনটি প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক জেলা মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট কম্যান্ডের নিকট হস্তান্তর করা হবে;
* সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনটি গণপূর্ত বিভাগের অধীনে বুক ট্রান্সফার হবে এবং গণপূর্ত বিভাগ ভবনসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

৩। ভবন ভাড়া ও ব্যবহার সংক্রান্ত ঃ

* জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের ৩য় তলা নির্বাচিত কমিটি/জেলা মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট কমান্ডের দাপ্তরিক কর্মকান্ড পরিচালনা ও জেলা মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মেলন কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হবে;
* কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া প্রদান ও দোকান বরাদ্দ/ভাড়া প্রদানের বিষয়টি কমিটির মাধ্যমে নির্ধারিত হবে এবং জেলা মুক্তিযোদ্ধা কম্যান্ড কর্তৃক কমপ্লেক্সটি পরিচালিত হবে;
* কমপ্লেক্স ভবনটির সার্বিক দেখাশুনা করা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা জেলা মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট কম্যান্ড এর দায়িত্বে থাকবে। প্রতিষ্ঠানের অমর্যাদা হয় এমন কোন কাজে ভবনটি ব্যবহার করা যাবে না;
* কমিটি সময়ে সময়ে ভবনের ১ম ও ২য় তলার ভাড়া বাস্তবতার নিরিখে পুন:নির্ধারণ করবে;
* দোকান ভাড়া প্রতিযোগিতামূলকভাবে হবে, তবে মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে; এবং
* কমিউনিটি সেন্টার/দোকান ভাড়া/বরাদ্দ প্রদান সম্পর্কিত নির্দেশনা ব্যতিত বিকল্প ব্যবহার/ভাড়া প্রদানের প্রয়োজন হলে কমিটির যৌক্তিকতা সম্বলিত সুপারিশ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে।